ঝিনাইদহ জেলার কর্মসম্পাদনের সার্বিক চিত্র
(Overview of the Performance of Islamic Foundation Jhenaidah District)

সাম্প্রতিক অর্জন, চ্যালেঞ্জ এবং ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা

সাম্প্রতিক বছরসমূহের (০৩ বছর) প্রধান প্রধান অর্জন

মসজিদ ভিত্তিক শিশু ও গণশিক্ষা কার্যক্রম প্রকল্পের আওতায় ১১০২টি প্রাকপ্রাথমিক, ৯৫৪টি কোরআনশিক্ষা ও ৩৬টি বয়স্ক শিক্ষা কেন্দ্র স্থাপন করা হয়েছে। বিগত ৩ বছরে ৩৮৫৭০ জন শিশুকে প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা, ৩৩৩৯০ জন শিক্ষার্থীকে কোরআন শিক্ষা এবং ৯০০ বয়স্ক-কে ধর্মীয় ও নৈতিকতা বিষয়ক শিক্ষা প্রদান করা হয়েছে। ২০১৮শিক্ষাবর্ষে ঝিনাইদহ জেলায় ১২টি দারুল আরকাম ইবতেদায়ী মাদ্রাসা স্থাপন ও চালু করা হয়েছে। মানুষের মধ্যে নৈতিকতা ও ইসলামিক মূল্যবোধের বিকাশ সাধন ও ইসলামের প্রচার প্রসারের লক্ষ্যে বিগত বছরসমূহে সর্বমোট ৩১০টি টাইটেলের ৩৯২৮০টি বই বিপনন করা হয়েছে। ধর্মীয় নেতৃবৃন্দ/ ইমাম সাহেবগণ তৃণমূল পর্যায়ের জনগণের সবচেয়ে নিকটতম ধর্মীয় ব্যক্তিত্ব হিসেবে গণ্য হয়ে থাকেন। সমাজের নৈতিক ও আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন লক্ষ্যে ইমাম প্রশিক্ষণ একাডেমীর মাধ্যমে তাদের প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। বিগত তিন বছরে ১৫০ জনকে ইমাম প্রশিক্ষণের জন্য মনোনীত করা হয়েছে। স্কুল, কলেজ ও মাদ্রাসায় অধ্যয়নরত শিশু-কিশোরদের নৈতিকতা উন্নয়নের জন্য ২০৪ টি সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছে। গত তিন বছরে সর্বমোট ২৪ টি মসজিদ পাঠাগার স্থাপন করা হয়েছে। বিগত ০৩ বছরে মোট ৫,৩৩,৪৮০.০০ টাকা যাকাত সংগ্রহ করা হয়েছে এবং ৬৬ জনকে যাকাত প্রদান করা হয়েছে। ইমাম মুয়াজ্জিন কল্যান ট্রাস্টএর মাধ্যমে ৭২জনকে আর্থিক সাহার্য্য প্রদান এবং ৪৮ জনকে সুদমুক্ত ঋণ প্রদান করা হয়েছে।

সমস্যা এবং চ্যালেঞ্জসমূহ

ধর্মীয় ও আর্থ সামাজিক উন্নয়নে গৃহিত বিভিন্ন কার্যক্রম বাস্তবায়নে জনবলের স্বল্পতা, দাপ্তরিক নিজস্ব ভবন এবং নিজস্ব যানবাহন প্রদান সমস্যা। উক্ত সমস্যা মোকাবেলা করে অ্যাক্ট আনুযায়ী ইসলামের সমুন্নত আদর্শ মূল্যবোধের লালন ও চর্চা এগিয়ে চলছে।

ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা

ইসলামিক ফাউন্ডেশন অ্যাক্ট আনুযায়ী ইসলামের সমুন্নত আদর্শ মূল্যবোধের লালন করার লক্ষ্যে প্রতিটি উপজেলায় ০২টি হিসাবে দারুল আরকাম ইবতেদায়ী মাদ্রাসা স্থাপন এবং প্রতি জেলা ও উপজেলায় ১টি করে মডেল মসজিদ কাম ইসলামী সাংস্কৃতিক কেন্দ্র স্থাপন বিদ্যমান মসজিদ পাঠাগার সমুহের মধ্যে উপজেলা প্রতি ০৫টি হিসাবে ৩০টি মসজিদ পাঠাগারে পুস্তক সংযোজন ও নতুন ২০টি মসজিদ পাঠাগার স্থাপনের উদ্দোগ গ্রহন করা হয়েছে।

২০১৯-২০২০ অর্থবছরের সম্ভাব্য প্রধান অর্জনসমূহ

মসজিদ ভিত্তিক শিশু ও গণশিক্ষা কার্যক্রমচ শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় ২০১৯-২০২০ অর্থবছরে ২৮৮১০হাজার শিক্ষার্থীকে ধর্মীয় ও নৈতিক মূল্যবোধের উন্নয়নে শিক্ষা প্রদান; ৯৫ জন ইমামকে ধর্মীয়মূল্যবোধ ও আর্থ সামাজিক উন্নয়ন বিষয়ক প্রশিক্ষণ গ্রহণের জন্য মনোনয়ন; ইসলাম বিষয়ক মোট ৬০ টাইটেলের ১৮০০০০ কপি বই গবেষণা ও ধর্মীয় পুস্তক বিপনন; যাকাত বোর্ডের মাধ্যমে সংগৃহীত অর্থে ১৭০ দু:স্থকে আর্থিক সহায়তা প্রদানের জন্য ১০ লক্ষ টাকা যাকাত সংগ্রহ; ধর্মীয় নেতৃবৃন্দ ও বিভিন্ন পেশাজীবীর সমন্বয়ে সেমিনার-মতবিনিময় ও আলোচনা সভার আয়োজন; প্রতিটি জেলা ও উপজেলায় ১টি করে ৫৬০টি মডেল মসজিদ ও ইসলামিক সাংস্কৃতিক কেন্দ্র স্থাপন শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় প্রথম পর্যায়ে ০৭টি মডেল মসজিদ দৃশ্যমান করা; জেলার ১২টি দারুল আরকাম এবতেদায়ী মাদ্রাসা চালু রাখা; বিকৃত মতবাদ ও সন্ত্রাসবিরোধী জনসচেতনতা সৃষ্টিতে ৭২টি সভা-সেমিনার ও দাওয়াতি মাহফিলের আয়োজন।